দৈনিক খবর

83

তারিখ 06 AUG 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রসঙ্গ ঃ ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অস্ত্রধারীদের পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে পুলিশের তল্লাশী অভিযান শুরু হয়েছে বলে দৈনিক খবরে প্রকাশিত এক রিপোর্ট সূত্রে জানা যায়। গত সোমবার ক্যাম্পাসের ১০টি পয়েন্টে ভ্রাম্যমাণ চেকপোস্ট বসিয়ে এই তল্লাশী অভিযান শুরু করা হয়। প্রকাশ,'অপারেশন অগাস্ট ৯২'-এর অংশ হিসেবে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং এক মাস ধরে এই অভিযান চলবে। জানা গেছে, প্রথম দিনের এই অভিযানে অন্ততঃ একশ' জন ছাত্রের দেহ তল্লাশী করা হয়। কিন্তু পুলিশ তাদের কারো কাছ থেকে কোন অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি বা কাউকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি।

সবাই জানেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রধারীদের আনাগোনা এখন আর কোন গোপনীয় বিষয় নয়। প্রকাশ্যেই অস্ত্রধারীরা সেখানে ঘুরাফেরা করছে। ছাত্রদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতও এখন কোন নতুন ব্যাপার নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এমন কোন দিন নেই যেদিন ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ না ঘটছে। আর এসব সন্ত্রাসের কারণে রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গন। হতাহত হচ্ছে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী। যে কারণে অভিভাবকরাও এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে পাঠাতে খুবই উৎকণ্ঠা বোধ করেন। চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের এখানে লেখাপড়া করতে হয়। সন্ত্রাসের মুখে প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হয় বলে সেই লেখাপড়াও ঠিকমত হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় খুলে আবার বন্ধ হয়। একবার রক্ত ঝরার পর আবারও রক্ত ঝরে। আবারও সন্ত্রাসের বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে ক্যাম্পাসের এখানে-ওখানে' এর যেন কোন শেষ নেই সন্ত্রাস চলছেতো চলছেই। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানিতে বার বার প্রকম্পিত হচ্ছে ক্যাম্পাস। ক্ষুণ্ন হচ্ছে মারাত্মকভাবে লেখাপড়ার পরিবেশ। উপর্যুপরি পরীক্ষা পিছানোর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হচ্ছে অনাকাংখিত সেশন জট। ২ বছরের কোর্স শেষ হতে সময় নিচ্ছে ৩/৪ বছর। কখনো বা তারও বেশী। ৩ বছরের কোর্স ৪/৫ বছরেও শেষ হচ্ছে না। পিছিয়ে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে। অনাকাংখিত সেশন জটের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী চাকরিতে ঢোকার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। এ সবই হচ্ছে শুধু সন্ত্রাসের কারণে, ক্যাম্পাসে অস্ত্রধারীদেরপদচারণারজন্যে।

আর তাই বিবেকবান প্রতিটি মানুষই ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধের দাবী জানিয়ে আসছেন দীর্ঘকাল ধরে। এই দাবীর সাথে সুর মিলিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ,- এমনকি সরকার পর্যন্ত। সরকারসহ প্রায় সর্বস্তরের মানুষই এ বিষয়ে অভিন্ন মত পোষণ করে আসছেন যে, শিক্ষার স্বার্থে তথা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সন্ত্রাসের বিষ দাঁত নির্মূল করতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এ ব্যাপারে সরকার এবং বিরোধী দলগুলোর অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস বন্ধের কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে কোন সফল পদক্ষেপ নিতে পারেননি। তাদের হয়তো সদিচ্ছার অভাব নেই। কিভাবে কোন্ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধ হবে সে চিন্তাতেই মনে হয় তারা অস্থির। সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে পারছেন না হয়তোবা।

প্রায় একই অবস্থা আমরা লক্ষ্য করছি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ক্ষেত্রেও। বস্তুতঃ সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ বন্ধের মূল দায়িত্ব হচ্ছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের। মনে রাখা দরকার যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপ নয়। এটা ঢাকা মহানগরীরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অতএব, মহানগরীর আইন-শৃংখলা রক্ষার প্রশ্নে এই এলাকাকে বাদ দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। বরং এই এলাকায় সন্ত্রাসের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিশেষভাবে তৎপর ও সক্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মাঝে মধ্যে ক্যাম্পাসে পুলিশের আকস্মিক অভিযান ও তল্লাশীর বিচ্ছিন্ন দু'একটি ঘটনা ছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তেমন কোন ভূমিকা লক্ষণীয় নয়। সম্ভবতঃ সে কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না। অতএব, আমরা এ ব্যাপারে খুব একটা আশাবাদী হতে পারছি না যে, 'অপারেশন অগাস্ট ৯২'-এর অধীনে ক্যাম্পাসে অস্ত্রধারীদের নির্মূলের উদ্দেশ্যে বর্তমানে পরিচালিত পুলিশী অভিযান সফল হবে।

বস্তুতঃ এ ধরনের বিচ্ছিন্ন কোন প্রয়াস বা কর্মসূচী দ্বারা ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস আদৌ বন্ধ হবার নয়। অস্ত্রধারীরা পুলিশের মুখোমুখি হবে- এ ধারণার কোন ভিত্তি নেই। তারা পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়েই সব সময় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায়। অতএব, অস্ত্রধারীদের পাকড়াও করার সুযোগ খুব কম ক্ষেত্রেই তাদের ঘটবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আসলে ক্যাম্পাসে অস্ত্রধারীদের শায়েস্তা করতে হলে তাদের ওপর সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখতে হবে। দু' এক সপ্তাহ বা মাসের কর্মসূচীতে কোন কাজ হবে না। তাছাড়া এ ধরনের কাজে সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে সর্বমহলের সহযোগিতাও থাকা দরকার। সরকার, বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সম্মিলিতভাবে যতদিন অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে এ্যাকশনে না নামবেন ততদিন সমস্যা সমস্যাই থেকে যাবে। অতএব, সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখার জন্যে অনুরোধ করছি।